# কুড়িগ্রাম সীমান্তে সংঘর্ষে ২ বিডিআর ও ১৬ বিএসএফ সদস্য নিহত ঃ অর্ধশতাধিক আহত

### ❑ বড়াইবাড়ী ছিটমহলে বিএসএফ-এর ব্যাপক গুলীবর্ষণ
### ❑ বিডিআর-এর পাল্টা ব্যবস্থা ❑ বিডিআর ক্যাম্প বিএসএফ-এর দখলে

মোড়ল নজরুল ইসলাম ॥ গতকাল প্রত্যুষে কুড়িগ্রাম জেলার উত্তরাঞ্চলে রৌমারী উপজেলার বড়াইবাড়ী ছিটমহলে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ আকস্মিকভাবে প্রবেশ করিয়া ভারী অস্ত্রের সাহায্যে গুলীবর্ষণ করিতে থাকিলে বিডিআর-এর সহিত ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয়। সংঘর্ষে উভয় গ্রুপের মধ্যে বহু হতাহতের খবর পাওয়া গিয়াছে। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে জানা যায়, সংঘর্ষে অন্ততঃ ১৬ জন বিএসএফ সদস্য ও ২ জন বিডিআর সদস্য নিহত হইয়াছেন। উভয়পক্ষে আহত হইয়াছে অর্ধ শতাধিক। বাংলাদেশ রাইফেলসের নিহত সদস্যগণ হইতেছেন ল্যান্স নায়েক ওয়াহিদ ও সিপাই মাহবুব। গুরুতর আহত ২ জন বিএসএফ সদস্যসহ কয়েকজনকে গতকাল হেলিকপ্টারযোগে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় আনা হইয়াছে।

এদিকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কুড়িগ্রাম সীমান্তে বিএসএফ-বিডিআর সংঘর্ষে ১৬ জন বিএসএফ সদস্য নিহত হওয়ার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। এ ব্যাপারে ভারতের জাতীয় স্বরাষ্ট্র সচিব কমল পাণ্ডে ভারতীয় বিএসএফ সদস্যদের নিহত হওয়ার ঘটনার কথা নিশ্চিত করিয়াছেন। পিটিআইয়ের বরাত দিয়া রয়টার এ খবর জানায়। রিপোর্টে ইহাকে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে এ যাবৎকালের সবচাইতে ভয়াবহ সংঘর্ষ হিসাবে উল্লেখ করা হয়। স্থানীয়ভাবে বহু লোককে চিকিৎসা দেওয়া হইতেছে। বিএসএফ-এর হামলায় পার্শ্ববর্তী চুলিয়াচর, ভান্দুরচর, কলাবাড়ী ও বারবান্দা গ্রামের ৫ সহস্রাধিক লোক ঘরবাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। বর্তমানে পুরা ছিটমহল এলাকাটি ভারতীয় বিএসএফ দখল করিয়া নিয়াছে। সিলেটের তামাবিল সীমান্তের নিকটে দীর্ঘ ৩০ বৎসর পর বিএসএফ-এর দখল হইতে পদুয়া গ্রামটি পুনঃউদ্ধার করিবার দুইদিন পর কুড়িগ্রামে পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে ভারতীয় বিএসএফ হামলা চালাইয়াছে। পদুয়া গ্রামটি তামাবিল সীমান্ত এলাকার নোম্যান্স ল্যান্ড হইতে ৪ শত গজ বাংলাদেশের ভিতরে অবস্থিত। বর্তমানে পদুয়া পুনর্দখল নিয়া এলাকায় উত্তেজনা চলিতেছে। জানা যায়, গত এক বৎসরে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বিএসএফ-বিডিআর সংঘর্ষে ৪৭ জন বিডিআর সদস্য নিহত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে বিএসএফ-এর কোন সদস্য নিহত হন নাই। গতকাল ঢাকা ও নয়াদিল্লীর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে উভয় দেশের হাইকমিশনারকে তলব করা হয়।

ঘটনাস্থল ঘুরিয়া আমাদের রিপোর্টার তোফায়েল হোসেন জানান, ভারতীয় বিএসএফ আগ্রাসী কায়দায় কুড়িগ্রাম জেলা শহর হইতে ৪০ কিঃ মিঃ দূরবর্তী বাংলাদেশী ছিটমহলে গতকাল ভোর ৫টায় অতর্কিতে মর্টার, মেশিনগানসহ অন্যান্য ভারী অস্ত্রের সাহায্যে গুলীবর্ষণ করিতে করিতে ছিটমহল এলাকায় প্রবেশ করে। এই সময় বিডিআর জোয়ানরা আত্মরক্ষা ও নিজভূমির দখলমুক্ত রাখিতে পাল্টা আক্রমণ চালায়। ফলে উভয় গ্রুপের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয়। মুহূর্তেই আতংকিত এলাকাবাসী এলাকা ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। উক্ত সীমান্তবর্তী ৩ কিলোমিটার এলাকা এখন জনমানব শূন্য। ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশের ছিটমহলটি দখল করিয়া নিয়াছে এবং গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত উভয় গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষ-গুলী বিনিময় অব্যাহত ছিল।

এদিকে, কুড়িগ্রামের বাংলাদেশী ছিটমহল বড়াইবাড়ী এলাকায় বিএসএফ তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে এবং বিডিআরও শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করিতেছে।

ঘটনা সম্পর্কে বিডিআর-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল ফজলুর রহমান জানান, গতকাল ভোর ৫টার দিকে ৩ শতাধিক বিএসএফ সদস্য ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বাংলাদেশের ভূ-খন্ডে প্রবেশ করিয়া ধূম্রজাল সৃষ্টি করিয়া বিডিআর জোয়ান ও গ্রামবাসীর উপর আক্রমণ চালায়। সংঘর্ষে ২ জন বিডিআর সদস্য নিহত হইয়াছে। তিনি জানান, কোন প্রকার উস্কানি ছাড়াই বিএসএফ আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লংঘন করিয়া বাংলাদেশী সীমান্ত রক্ষীদের উপর মর্টারের আক্রমণ চালায়। অপ্রচলিত যুদ্ধে মর্টারের হামলা করার নজীর নাই। তিনি জানান, এলাকার উত্তেজনা নিরসনে সেক্টর পর্যায়ে যোগাযোগ রক্ষা করা হইতেছে।

সূত্র জানায়, বিডিআর-এর মহাপরিচালক ও জামালপুর ৩৩ রাইফেলস ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়াছেন। কুড়িগ্রামের ২৪ রাইফেলস ব্যাটালিয়ন হইতেও ৪ ট্রাক বিডিআর জওয়ান ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইয়া ঘটনাস্থলের দিকে রওয়ানা হইয়াছে। স্থানীয়ভাবে মাইকিং করিয়া জনগণকে শান্ত থাকিতে পরামর্শ দেওয়া হইতেছে। রৌমারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য ৫৫টি তাঁবু, ৫ মেঃ টন চাউল, শুকনা খাবার ও ওষুধ চাহিয়া জেলা প্রশাসককে জরুরী বার্তা পাঠাইয়াছেন। কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক এ এফ এম সোলায়মান চৌধুরী দুপুর ২টায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ২ মেঃ টন চাউল ও এক হাজার টাকা পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

রৌমারী থানার প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানাইয়াছে, উপজেলা শহর হইতে ৫ কিঃ মিঃ দূরবর্তী বাংলাদেশী ছিটমহল বড়ইবাড়ীতে গতকাল ভোর ৫টার দিকে ভারতীয় বিএসএফরা সশস্ত্র হামলা চালায়। অতর্কিত এই হামলায় গ্রামবাসী দিগ্বিদিক ছুটাছুটি শুরু করে। ঐ গ্রামের বড়ইবাড়ী বিওপিতে অবস্থানরত বিডিআর-এর সদস্যরা বিএসএফ-এর গুলীবর্ষণের পাল্টা জবাব দেয়। বিডিআর-এর সদস্যরা এক বিএসএফকে গ্রেফতার করিয়াছে এবং তাহাকে জামালপুর ৩৩ রাইফেলস ব্যাটালিয়নে পাঠাইয়া দিয়াছে। আহত ৩ বিডিআর সদস্যসহ ১০ গ্রামবাসীকে চিকিৎসার জন্য জামালপুর সরকারী হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। অপর্যাপ্ত চিকিৎসকের কারণে উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা আরও চিকিৎসক চাহিয়া সিভিল সার্জনের কাছে বার্তা পাঠাইয়াছেন।

রংপুর সংবাদদাতা জানান, বিএসএফ মাইনকারচর ক্যাম্প হইতে আসিয়া এই সশস্ত্র হামলা চালাইয়াছে। বিএসএফরা বাংলাদেশী ছিটমহল দখলের পাশাপাশি সীমান্ত সংলগ্ন সকল ক্যাম্পে শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। উভয় সীমান্তেই লাল পতাকা উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, রৌমারী-রাজীবপুরসহ গোটা কুড়িগ্রাম সীমান্তে বিএসএফ সদস্যরা ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়া অবস্থান নিয়াছে। বিএসএফ সদস্যরা বড়াইবাড়ী গ্রামে বসবাসকারী ২৫/৩০টি পরিবারের অধিকাংশ বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে। রাতেও বাড়ীঘর জ্বলিতেছিল। সেখানকার লোকজন সকলে রৌমারী সদর উপজেলাসহ কুড়িগ্রাম সদরে আসিয়া আশ্রয় নিয়াছে। বড়ইবাড়ী গ্রামে হামলায় ৫০ জন গ্রামবাসী আহত হয়। গুলীবিদ্ধ মকবুল হোসেন (৩৬), মোস্তফা (২৬), বিলকিস (১২), সাদী (৪) অজ্ঞাত বৃদ্ধাকে (৮০) রৌমারী উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কুড়িগ্রাম বিডিআর সূত্র জানায়, রৌমারীতে বিএসএফ-এর হামলার পর অফিসারসহ প্রায় একশতজন জওয়ানকে ঐ সীমান্তে পাঠান হইয়াছে। গতকাল ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিডিআর ও বিএসএফ সদস্যের গোলাগুলীর ফলে সীমান্তের প্রায় কয়েক কিঃ মিঃ এলাকার লোকজন বাড়ীঘর ছাড়িয়া অন্যত্র আশ্রয় নেয়। বিডিআর রংপুর অঞ্চলের সেক্টর কমান্ডার কর্নেল ফেরদৌস জানান, ঢাকা হইতে জরুরী নির্দেশ পাওয়ার পর গোটা সীমান্তে বিডিআরকে সতর্ক অবস্থায় রাখা হইয়াছে। গতকাল রাত্র সাড়ে ৮টায় রৌমারীতে যোগাযোগ করিয়া জানা যায়, বিডিআর-বিএসএফ পরস্পরের বিরুদ্ধে গুলীবর্ষণ অব্যাহত রাখে। যে কোন সময় সংঘর্ষ ব্যাপক আকার ধারণ করিতে পারে। গুলীবর্ষণে নিহত বিএসএফ-এর ৫ সদস্য বাদে বাকীদের লাশ ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীরা নিয়া গিয়াছে। গোলাম হোসেন এমপি বলিয়াছেন, বিএসএফ সদস্যদের হামলার ফলে কুড়িগ্রামের সীমান্ত এলাকার ইরিধান ক্ষেতে সেচ দেওয়া বন্ধ হওয়ায় ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হইতে পারে।

আমিনুল ইসলাম চৌধুরী জানান, বড়ইবাড়ীর একটি বিডিআর ক্যাম্প বিএসএফ-এর দখলে। বিনা কারণে বিএসএফ বাংলাদেশে ঢুকিয়া বিডিআর ক্যাম্প দখল করিয়া নেয়। দখল মুক্ত করার জন্য বিডিআর শক্তি সঞ্চয় করিতেছে।

## খুলনায় মিশনারি স্কুলে বোমা বিস্ফোরণ ॥ তিন শিক্ষক-শিক্ষিকা আহত

খুলনা অফিস ॥ গত মঙ্গলবার রাতে নগরীর খালিশপুরে একটি বিদেশী মিশনারী স্কুলে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরিত হইলে দুইজন শিক্ষিকাসহ তিনজন শিক্ষক আহত হইয়াছেন। বোমায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় স্কুল ভবনের দ্বিতীয় ফটক, কয়েকটি জানালার গ্লাস ও একটি মাইক্রোবাস। নাশকতার আশঙ্কায় শিল্পাঞ্চল খালিশপুরসহ নগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলিতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গিয়াছে, গত মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে নগরীর খালিশপুর থানার ২৮নং সড়কের সি-৭নং বাড়ীতে অবস্থিত খ্রীষ্টান মিশনারী কর্তৃক পরিচালিত রোজমেরী হ্যান্ডিক্রাফট পাইলট স্কুলের দ্বিতীয় গেটে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা পলিথিনের ব্যাগে বোমাটি ঝুলাইয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। স্কুলের পিয়ন শাহাদাৎ গেটে পলিথিন ব্যাগ ঝুলিতে দেখিয়া শিক্ষকদের ঘটনাটি জানায়। শিক্ষকরা থানায় ফোন করার প্রস্তুতি নেওয়ার আগেই বোমাটি বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। এ সময় স্কুল ভবনের নীচ তলায় দাঁড়াইয়া থাকা শিক্ষিকা শোভা সরকার, শিক্ষিকা শিখা হালদার ও শিক্ষক সেবাষ্টিয়ান সরকার বিস্ফোরিত বোমায় আহত হন। আহতদের স্থানীয় খালিশপুর ক্লিনিকে ভর্তি করা হইয়াছে। স্কুলের প্রধান মেরিনা বিশ্বাস জানান, গত ২৬শে মার্চ রাতে নিষিদ্ধ ঘোষিত পূর্ব বাংলা কমিউনিষ্ট পার্টির (এমএল) নামে জনৈক কমান্ডার একটি লিখিত চিঠিতে ১০ লক্ষ টাকা চাঁদা চাহিয়া উক্ত স্কুলের প্রধানের নিকট চরমপত্র দেয়। বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাটি পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি ঘটাইয়াছে কিনা তাহা পুলিশ তদন্ত করিয়া দেখিতেছে। ঘটনার পরপরই খুলনার ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটিয়া যান। গতকাল বুধবার দুপুরে খুলনায় অবস্থানরত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী তালুকদার আব্দুল খালেক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

### জোবায়ের আদেলের জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধি

কোর্ট রিপোর্টার ॥ আওয়ামী লীগ নেতা কামাল হত্যা মামলার অন্যতম আসামী জোবায়ের মোহাম্মদ আদেলের জামিনের মেয়াদ ২৬শে এপ্রিল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে। মায়ের মৃত্যুর কারণে তিনি অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে রহিয়াছেন। গতকাল বুধবার তাহার পক্ষে সিএমএম কোর্টে জামিন বৃদ্ধির আবেদন করা হইলে ম্যাজিস্ট্রেট দিলীপ কুমার শর্মা এই আদেশ দেন। এই মামলার প্রধান আসামী জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল তাহার অন্তর্বর্তীকালীন জামিন স্থায়ী করিয়া নিয়াছেন। অপর আসামী তারেক মোহাম্মদ আদেল পলাতক রহিয়াছেন।